VIVEKANANDA COLLEGE

THAKURPUKUR

KOLKATA-700063

TOPIC- বৈষ্ণব পদাবলী
Course Title- প্রাগাধুনিক সাহিত্য
Paper- BNGHCC-8
MODULE-1
SEMESTER- 4TH
NAME OF THE TEACHER- Prof. Subrata Samanta
NAME OF THE DEPARTMENT- Bengali

পর্যায়: বাল্যলীলা

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননিচোরা।।
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছাঁদন ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহিরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া।।
অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে কারে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে।।
বলাই খ্যায়াছে ননি মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার।।
অঙ্গদ-বলয়-তাড় আর যত অলঙ্কার
আর মণি মুকুতার হার।
সকল খস্যায়া লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার।।
বলরাম দাসে কয় এই কর্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।

যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে।।

শব্দার্থ: গোপাল- বালক কৃষ্ণ, ধারা-অশ্রু,অপযশ-দোষ/কলঙ্ক,আহিরী-গোয়ালিনী, সুধাইয়া-জিজ্ঞাসা করে, বলাই-কৃষ্ণার অগ্রজ বলরাম, খস্যায়া-খুলে,কোড়ে-কোলে

পদের ব্যাখ্যা: বলরাম দাসের বাল্যলীলা বিষয়ক এই পদে বাৎসল্য রস অপূর্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পিতা নন্দের সামনে দাঁড়িয়ে গোপাল কাঁদছেন। কারণ মাতা যশোদা তাঁকে 'ননিচোর' বলেছেন। তাঁর বুক বেয়ে অশ্রুধারা পড়ছে। তাঁর এই ক্রন্দন অভিমানের, অর্থাৎ এখানে অনুরাগ শব্দ অভিমান বোঝাচ্ছে। তিনি পিতার কাছে অভিমানী হয়ে বলছেন " তোমার ঘরে আমি আর থাকব না।" মা তাঁকে ননিচোরা বলে অপযশ অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। দোহনকালে যে দড়ি দিয়ে গাভির পেছনের পা দুটি বাঁধা হয় সেই ছান্দন ডোর বা ছাঁদন দড়ি দিয়ে গোপালের যুগল কর বা দুই হাত বেঁধে রাখেন। অভিমানে বালক কৃষ্ণ বলেন-"আমি পরের ছেলে কিনা, তাই এরকম আচরণ করছে।" যেন তিনি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানেন। গোপালের এই অবস্থা দেখে গোপ রমণীরা হাসাহাসি করে, ফলে বালকের আত্মসম্মানবোধ আহত হয়। বলাই ননি খায় অথচ মাতা গোপালকেই দোষারোপ করছেন। তাই অভিমানী গোপাল গায়ের সকল অলংকার ত্যাগ কর, গৃহত্যাগ করে যমুনা পার করে দূরে চলে যাওয়া স্থির করেছেন। পদকর্তা বলরাম যশোদাকে বলছেন যে, এই কর্ম ভাল নয়। তুমি ছুটে যাও, তাকে কোলে নাও। যশোদা কাছে গিয়ে গোপালের মুখ মুছিয়ে দিলেন এবং বললেন আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

কাব্যসৌন্দর্য: পদকর্তা বলরাম দাসের বাৎসল্যরসের একটি একটি উৎকৃষ্ট পদ। শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদার মান-অনুযোগ এত অপূর্ব, সরল,নিরাভরণ যে তা যেন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভক্ত ভগবান যেন এক অসাধারণ বাৎসল্যরসমন্ডিত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এক সূত্রে বাঁধা পড়লেন।